দৈনিক ইনকিলাব

[illegible]

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আইডিয়েল কলেজের কমিটি এখনো ব হাল

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক ম্যা নজিং কমিটি বাতিলের নির্দেশ কার্যকর হয়নি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বেসরকারী স্কুল ও কলেজগুলোর শিক্ষকদের আগামী নির্বাচনে দল বিশেষের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার ম্যানেজিং কমিটিগুলো ভেঙ্গে দিয়ে স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহীদের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব গ্রহণের নির্দেশ জারি করেছিলেন অনেক আগে। দেশের অধিকাংশ স্কুল-কলেজে এ সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হলেও বেশ কিছু স্কুল ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটি এখনও বহাল রয়েছে। ফলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রেসারে স্কুল ও কলেজগুলোর শিক্ষকগণ মুক্ত পরিবেশে নির্বাচনী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এখনো আশংকা বিরাজ করছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, যে সব স্কুল ও কলেজ কমিটির ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় এমপিগণ সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন, জেলা ও থানা প্রশাসন কার্যত সে সব ম্যানেজিং কমিটিগুলোই বাতিল করেছে। কিন্তু যেসব ম্যানেজিং কমিটিতে এমপি নেই প্রশাসন সেসব কমিটিতে হাত দেয়নি। এই সুযোগে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের দোষে দুষ্ট কমিটিগুলো শিক্ষকদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটাবে– এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে এটাই জনগণের প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তা হয়নি।

রাজধানীর ধানমন্ডি সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত আইডিয়েল কলেজের ম্যানেজিং কমিটি তেমন একটি দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এই কমিটির সভাপতির দায়িত্বে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স ভানেত্রীর নিকট আত্মীয় ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শেখ কবীর। এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে আছেন শেখ রেহানার স্বামী ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিকী ও সাবেক মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের ভাগ্নে ও পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি ফররুখ আহমদ। এদিকে এই ক্ষমতাধর ম্যানেজিং কমিটির ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে কলেজের প্রিন্সিপ াল শামসুল আলম কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের ওপর নানাভাবে রাজনৈতি ক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তারই অংশ হিসেবে সম্প্রতি কলেজে র পক্ষ থেকে তিনি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঢাকা বি শ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এ কে আজাদ চৌধু রীকে শান্তির প্রতীক পদক দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপ ন্থী ডেপুটি কন্ট্রোলার এক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি আইডিয়েল কা লেজের বিভিন্ন কাজে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে অংশ নেন। এমনকি ভিজিটিং প্রফেসর হি সেবে কলেজে ক্লাসও নেন। ফলে কলে জ ভিন্নমতের ছাত্র-শিক্ষক ও কর্মচারীদে র সব সময় একটি রাজনৈতিক চাপ ও প্রভাবের মধ্যে কাজ করতে হয়।

কলেজ পরিচালনায় কলে জ প্রিন্সিপালের অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও সরকারী অর্থ আত্মসাতসহ হুন্ডির মাধ্যমে ভারতে টাকা পাচারের অভিযোগও রয়ে ছে। জানা যায়, তিনি জন্মগতভাবে ভারতীয় ছিলেন।